170

NOV. 08 1999

ভোরের কাগজ

তারিখ ... ... NOV 04 1999
পৃষ্ঠা ৫ ... কলাম ... ১

ঢাকা সোমবার ২৪ কার্তিক ১৪০৬
৮ নভেম্বর ১৯৯৯

ভোরের কাগজ

ক্যাম্পাসে অপহরণকারী চক্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সক্রিয় রয়েছে আটটি অপহরণকারী দল। গত শনিবার ভোরের কাগজ ও আরো একটি জাতীয় দৈনিকে এ খবর প্রকাশিত হয়েছে। সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিদ্যা ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অপহরণকারী দল ঘাঁটি গেড়েছে, এ খবর অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

সর্বশেষ অপহরণের ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার। স্কুল পড়ুয়া দুই ভাইকে একটি অপহরণকারী চক্র ধরে নিয়ে যায় এবং মুক্তির বিনিময়ে তাদের পিতামাতার কাছ থেকে ১ লাখ ৩৫ হাজার টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার নেয়। মুক্তিপণ দেওয়ার সময় পুলিশ গিয়েছিল অভিভাবকদের সঙ্গে, কিন্তু তারা তেমন কিছুই করেনি।

শোনা যাচ্ছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাকে ঢাকার পেশাদার সন্ত্রাসীরা অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায়ের নিরাপদ স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছে। আরো আশঙ্কার কথা যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র সংগঠনের নেতা বা সন্ত্রাসী বখরার বিনিময়ে নাকি এসব অপহরণকারী চক্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। শুধু তাই নয়, এক শ্রেণীর পুলিশের সঙ্গেও এদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। এদেরই যোগসাজশে অক্টোবরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত অন্তত সাতটি অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায়ের ঘটনা ঘটেছে। পত্রিকান্তরে রিপোর্টে বলা হয়েছে- একটি বিশেষ হলে অপহরণের ঘটনা বেশি ঘটছে। ইতিমধ্যে পুলিশের হাতে একবার তিনজন অপহরণকারী ধরা পড়লেও পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি।

বলতেই হবে যে, এ পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তির জন্য চরম ক্ষতিকর। আমরা ভাবতে পারছি না কিভাবে এতোগুলো অপহরণের ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মতো একটি সংরক্ষিত এলাকায় নির্বিবাদে ঘটতে পারলো। অপহরণকারীদের ভয়ে অভিভাবকরাও এখন ভীত। ফলে তারা থানা-পুলিশ করে বাড়তি বিপদ ডেকে আনতে চান না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটির ব্যবস্থা করেছেন ভালো কথা। কিন্তু তারা মূলত জানতে চান এর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ছাত্র জড়িত কিনা, সম্ভবত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি রক্ষাই তাদের প্রধান দুশ্চিন্তা। ছাত্র জড়িত থাকার কোনো প্রমাণ তারা এখনো পাননি। কিন্তু কথা হলো, ছাত্র জড়িত না থাকলেই কি সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেলো? অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায় একটা গুরুতর অপরাধ। এর তদন্ত তো পুলিশ কর্তৃপক্ষের করার কথা, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নয়। পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাহলে কেন এখনো তদন্ত শুরু করছে না, নগরীর অপহরণকারীদের ধরার জন্য কেন সর্বাত্মক অভিযান পরিচালনা করছে না? আমাদের মনে হয়, আর কালক্ষেপণের কোনো সুযোগ নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অপহরণের ঘটনা যারাই ঘটিয়ে থাকুক, এটা আসলে গোটা নগরের সমস্যা, কোনো ক্যাম্পাসকেন্দ্রিক ব্যাপার নয়। তাই এখনই প্রয়োজন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের সক্রিয় হয়ে অপহরণকারীদের দমনের জন্য অভিযান চালানো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অপহরণের ঘটনা যারাই ঘটিয়ে থাকুক, এটা আসলে গোটা নগরের সমস্যা, কোনো ক্যাম্পাসকেন্দ্রিক ব্যাপার নয়। তাই এখনই প্রয়োজন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের সক্রিয় হয়ে অপহরণকারীদের দমনের জন্য অভিযান চালানো।